দেবদাস

সম্পাদনা সুবিকাশ জানা

শিলালিপি পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ

দেবদাস

[আলোচনা ও মূল গ্রন্থ]

ঃ সম্পাদনা ঃ

ড. সুবিকাশ জানা

রিডার ও বিভাগীয় প্রধান বাংলা বিভাগ, হিজলী কলেজ খড়গপুর

শিলালিপি পাবলিশিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ

অরুণ কান্তি ঘোষ

শিলালিপি পাবলিশিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

৫১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট,

কলকাতা-৭০০ ০০৯

©লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৭

মূল : ষাট টাকা মাত্র

অক্ষর বিন্যাস :

কম্পেড

কলকাতা-১২

মুদ্রণ :

কালি প্রেসেস স্টিরিও

কলকাতা-৭০০ ০০১২

লেখকের নিবেদন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর রচনা নিয়ে অসংখ্য রচনা রচিত হয়েছে, আগামী দিনেও হবে। প্রত্যেকে স্ব-স্ব দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে শরৎচন্দ্রের সার্বিক মূল্যায়ন করেছেন—করতে চেয়েছেন। এতসব আলোচনা থাকা সত্ত্বেও মনে হয়েছে 'দেবদাস' উপন্যাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে পাঠ্য পুস্তকের তালিকায় 'দেবদাস' গ্রন্থটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাঁরা করেছেন প্রত্যেককে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আজও অনেকে 'দেবদাস' উপন্যাসটিকে ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারেননি বলে মনে হয়েছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক 'দেবদাস' গ্রন্থটিকে আজও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন। স্বয়ং শরৎচন্দ্রও নাকি এই উপন্যাসটিকে রচনার পরে অনেকদিন ফেলে রেখেছিলেন বলে শোনা যায়, কারণ তাঁর মতে রচনাটি ভালো হয় নি।

স্রষ্টার কাজ সৃষ্টি করা। তিনি জোর দিয়ে বলতে পারেন না, তাঁর রচনা চিরকাল সমাদর লাভ করবে কিংবা করবে না। সমাদর করা বা না করা নির্ভর করে পাঠকের ওপর।

কেবল শরৎচন্দ্রের রচনাবলি বিশেষত 'দেবদাস' উপন্যাসের অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তার কারণ খোঁজার ও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি। যতদূর জানি 'দেবদাস' উপন্যাস নিয়ে ছোটোখাটো আলোচনা হলেও বৃহত্তর আলোচনা আজও হয়নি। সে দিক দিয়ে আমার প্রয়াস প্রথম বলে দাবি করতে পারি।

নানা ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে। পাঠক পাঠিকাদের এ বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত পেয়ে নিজেকে পুষ্ট করার বাসনা রইল। আশা করি সকলে এ বিষয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন।

গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য প্রকাশক শ্রী অরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়কে আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রণাম জানাই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মাননীয় অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান মহাশয়কে, যিনি এই গ্রন্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত দিয়ে গ্রন্থটিকে সুনিশ্চিত করে তুলেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই সহকর্মী শ্রী নারায়ণ কুইলাকে। অক্ষর বিন্যাস যাঁরা করেছেন এবং ছাপাখানার সকল কর্মীবৃন্দকে আমি আমার ভালোবাসা জানাই।

এখন পাঠক-পাঠিকা গণ উপকৃত হলেই নিজের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

প্রেমবাজার, খড়্গপুর
অক্ষয় তৃতীয়া

বিনীত
সুবিকাশ জানা

সূচিপত্র

- শরৎচন্দ্র ৯
- দেবদাস উপন্যাসের কুশীলববৃন্দ ১৪
- উপন্যাসের পাঠ ১৫
- টীকা ২১
- কাহিনি ৪৫
- নামকরণ ৪৮
- ট্র্যাজেডি ৫১
- সমাজচিত্র ৫৬
- গঠনশৈলী ৬০
- উপন্যাসের ত্রুটি বা দুর্বলতা ৬৪
- উপন্যাসের জনপ্রিয়তা ৬৭
- প্রেম সম্পর্ক ৬৮
- রাত্রির ভূমিকা ৭৫
- চিত্রের সমাহার ৭৯
- উপন্যাসের পরিণতি ৮৩
- **চরিত্র : পুরুষ** ..... [৮৬-১১০]
  - ক) দেবদাস ৮৭
  - খ) নারায়ণ মুখুজ্যে ৯০
  - গ) ভুবন চৌধুরী ৯৩
  - ঘ) নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী ৯৬
  - ঙ) চুনিলাল ৯৮
  - চ) ধর্মদাস ১০০
  - ছ) গোবিন্দ পন্ডিত ১০৩
  - জ) ভোলানাথ ১০৬
  - ঝ) মহেন্দ্র ১০৭
  - ঞ) পান্ডুয়া স্টেশনের গরুর গাড়ির গাড়োয়ান ১০৯
- **চরিত্র : মহিলা** ..... [১১০-১৩৪]
  - ট) পার্বতী ১১০
  - ঠ) চন্দ্রমুখী ১১৬
  - ড) দেবদাসের মা ১১৯
  - ঢ) পার্বতীর মা ১২২
  - ণ) পার্বতীর ঠাকুমা ১২৪
  - ত) মনোরমা ১২৭
  - থ) জলদবালা ১৩০
  - দ) দেবদাসের বৌদি ১৩২
- দেবদাস উপন্যাসে বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস ১৩৪
- পাঠশালার চিত্র ১৩৯
- হাস্যরস ১৪১
- মনস্তত্ত্ব ১৪৩
- মূল গ্রন্থ ..... [১৪৯-২০৮]

❖ এক ❖

বৈশাখের দ্বিপ্রহরে গোবিন্দ পন্ডিতের পাঠশালায় মুখুয্যেদের দেবদাস, সর্দ্দার-পোড়ো ভুলো, পার্বতী প্রভৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করছিল। টিফিনের সময় বালকের দল বটগাছের তলায় ডাংগুলি খেলছিল। পিতার আদেশ এবং গোবিন্দ পন্ডিতের ইচ্ছে অনুযায়ী দেবদাস ভুলোর জিম্মায় ছিল টিফিনের সময়ে। টিফিনের সময় গোবিন্দ পন্ডিত 'দ্বি প্রাহরিক আলস্যে চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিয়াছিলেন' এবং সর্দ্দার পোড়ো ভুলো, এক কোণে হাত-পা ভাঙা একখণ্ড বেঞ্চের ওপর ছোটো-খাটো পণ্ডিত সাজিয়া বসিয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত কখনও খেলা দেখিতেছিল, কখনও বা দেবদাস এবং পার্বতীর প্রতি আলস্য-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিল। দেবদাসের অঙ্ক কষায় মন ছিল না। তাই সুযোগ বুঝেই ভুলোকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বাইরে পালিয়েছে। আগে থেকে পড়ে থাকা চুনের গাদায় ভুলো পড়ল এবং সারা গায়ে চুন মেখে ভুতের মতো আকার ধারণ করেছে। ছেলেমেয়েরা হৈ-হৈ করে উঠল। দেবদাসকে ধরা গেল না, সে ইঁট ছুঁড়তে ছুঁড়তে সকলের নাগালের বাইরে চলে গেল। ক্রুদ্ধ পন্ডিত ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে নারায়ণ মুখুয্যের কাছে গিয়ে তাঁর পুত্র দেবদাসের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে গেলেন। পুত্রের বিষয়ে কিছু একটা করবেন এ কথা শোনার পর গোবিন্দ পন্ডিত পাঠশালায় ফিরলেন।

এদিকে দেবদাসের বাড়ির ভৃত্য ধর্মদাস দেবদাসকে খুঁজতে বেরিয়েছে। প্রথমে পার্বতীর সঙ্গে দেখা হয়। পার্বতীর কাছ থেকে পাঠশালার ঘটনা কিঞ্চিৎ শোনার পর ধর্মদাস যেমন করে হোক সন্ধ্যার পূর্বে দেবদাসকে বাড়িতে ডেকে আনার ভার পার্বতীর ওপর দিয়ে ফিরে আসে। পার্বতী পাঠশালা থেকে ঘরে ফিরে দেখল তার মা ও দেবদাসের মা উভয়েই দেবদাসের বিষয়টি জানেন। তথাপি পার্বতীকে বিষয়টি সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হল। সে যতটা পারল হেসে গম্ভীরভাবে ঘটনাটা ব্যক্ত করল। তারপর আঁচলে মুড়ি বেঁধে জমিদারের একটা আমবাগানে প্রবেশ করল। সে জানে দেবদাস ওখানে লুকিয়ে তামাক খায়। যথারীতি পার্বতী দেবদাসের সাক্ষাৎ পেল। খুশি হয়ে দেবদাস খেতে লাগল। তবে আনন্দ গোপন করে পন্ডিত মশাই কি বলল জানাতে চাইল। পন্ডিত মশাই যে তার বাবাকে সমস্ত ঘটনা বলে দিয়েছে এবং আর পাঠশালায় যেতে দেবে না এ সংবাদে দেবদাসের প্রতিক্রিয়া 'আমি পড়তেও চাই না'।

যাই হোক মুড়ি খাওয়ার পর সন্দশ চাইল। সন্দেশ না পেয়ে জল চাইল। কিন্তু তাও পেলো না। জল আনতে যেতে পার্বতী রাজী হল না। রাগে দেবদাস পার্বতীর পিঠে চড় মারল। কাঁদতে কাঁদতে পার্বতী দেবদাসের পিতার কাছে উপস্থিত হল। দেবদাস মেরেছে শুনে রেগে গেলেন। তাছাড়া যখন জানলেন দেবদাস তামাক খায় তখন রাগটা আরো বেড়ে গেল। পার্বতী বাড়ি ফিরে দেবদাসের উপর রাগ করে ভাত পর্যন্ত না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

❖ দুই ❖

পরের দিন দেবদাস মার খেল। ঘরে আবদ্ধ থাকল। কিন্তু মায়ের ভারী কান্না কাটিতে দেবদাসকে ছেড়ে দেওয়া হল। পরের দিন ভোরে দেবদাস পার্বতীর ঘরের জানালার কাছে গিয়ে পার্বতীকে ডাকল। দুজনে ছিপ কাটতে গেল। পার্বতী বাঁশ গাছের ডোগা ধরে টেনে রাখল। নোনা গাছের উপরে থেকেই দেবদাস ছিপ কাটছিল। এমন সময় পাঠশালা যাওয়ার কথা আলোচনা হতে পার্বতী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল এবং বাঁশের ডগা হাত ফস্কে উপরে চলে গেল। দেবদাস নোনা গাছ থেকে পড়ে গেল। রেগে শুকনো কঞ্চি নিয়ে পার্বতীকে ঘা কয়েক দিয়ে দিল। গালের ওপর নীল দাগ স্পষ্ট। তাই দেখে পার্বতীর ঠাকুমা চেঁচিয়ে উঠলেন—'ও গো, মাগো কে এমন করে মারলে পারু?'

পার্বতী মিথ্যে বলল, পন্ডিত মশাই মেরেছে। 'শুদ্দুর হয়ে বামুনের মেয়ের গায়ে হাত তোলে।' এই বলে গালাগাল দিলেন ঠাকুমা। এই ঘটনার পর পার্বতীর পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ হল। দেবদাস ভয়ে